Volume 25 : 2022-2023
Journal of Philosophy and the Life-world
Vidyasagar University, Midnapore, 721102 WB

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের আঙ্গিকে অপ্রমা রূপে সংশয়ের স্বাতন্ত্র্য : একটি সমীক্ষা

সৌমেন রায়
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ ষড় আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম সমানতন্ত্র দর্শন হল ন্যায় বৈশেষিক দর্শন। এই উভয় দর্শনই জীবাত্মা, পরমাত্মা, জগৎ, মোক্ষ এবং মোক্ষ সাধনমার্গ সম্বন্ধে প্রায় অভিন্ন অভিমত পোষণ করে। বস্তুবাদী ন্যায় বৈশেষিক মতে, জ্ঞান বস্তু প্রকাশক। প্রদীপ যেমন সন্মুখস্থ সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে, তেমনি জ্ঞানও তার বিষয়কে প্রকাশিত করে। জ্ঞানের নিজস্ব কোন আকার না থাকায় বিষয়ভেদবশত এবং কারণভেদবশত জ্ঞানসমূহের পারস্পারিক ভেদ উপপন্ন হয়। এককথায় বলা যায়, এই উভয় মতেই জ্ঞান সবিষয়ক, পরপ্রকাশ এবং নিরাকার। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – যথার্থ অনুভব বা প্রমা এবং অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। যদিও বৈশেষিক দার্শনিকগণ অপ্রমা শব্দটি ব্যবহার না করে অবিদ্যা শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। সংশয় হল ন্যায় বৈশেষিক স্বীকৃত অপ্রমা বা অবিদ্যার অন্যতম একটি বিভাগ। আলোচ্য নিবন্ধে মূলত ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের আঙ্গিকে সংশয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং তৎসহ অপ্রমারূপে সংশয়ের স্বাতন্ত্র্য বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

বীজশব্দ : প্রমা, অপ্রমা, সংশয়, বিপর্যয়, তর্ক, অনধ্যবসায়, স্বপ্ন

আলোচনার প্রারম্ভে সঙ্গতি রক্ষার্থে প্রাচীন ন্যায় দর্শনে সংশয়াদি অপ্রমার স্থান নির্দেশ অবশ্য কর্তব্য। ভারতীয় দর্শনের যে সকল আস্তিক ষড়দর্শন জগৎ, জীবন ও পরম সত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকে বিচিত্র ও বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত করেছে, ন্যায় বৈশেষিক দর্শন তারই অন্যতম। ন্যায়বিদ্যা প্রদীপস্থানীয়া অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যা সমস্ত বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বুদ্ধিমান

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

জীবের এমন কোন প্রয়োজনই নেই, যাতে এই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক নয় – "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা"।। [১] অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যা যেহেতু অন্যান্য সমস্ত বিদ্যাকে প্রকাশ করে তাই এটি সর্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ এবং যেহেতু, যে সমস্ত প্রমাণগুলি-কে ন্যায়বিদ্যায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই প্রমাণগুলি অন্যান্য বিদ্যার প্রতিপাদ্য কর্মগুলিকে প্রকাশ করে থাকে তাই এটি যাবতীয় কর্মের উপায় স্বরূপও বটে। শুধু তাই নয়, ন্যায়শাস্ত্রই সমস্ত ধর্মের রক্ষাকারী বা সর্ব ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ। বস্তুত যেকোন শাস্ত্র বা বিদ্যারই মূল ধর্ম তথা প্রবণতা হল পুরুষকে কর্মের প্রতি প্রবৃত্ত করা – এই বিষয়টিও ন্যায়শাস্ত্রেই আলোচিত হয়েছে। এই ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণশাস্ত্র রূপে অভিহিত হলেও, অপবর্গ বা মোক্ষই ন্যায়দর্শনের পরম পুরুষার্থ। ন্যায়শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে এই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ অপবর্গ লাভের পথ নির্দেশ করা। মর্হষি গৌতম ন্যায়সূত্রে অপবর্গ লাভের ক্রম নির্দেশ করে বলেছেন,

> "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানা-
> নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াপবর্গঃ"।। [২]

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম ও অধর্ম), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং মিথ্যাজ্ঞানের অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার ভ্রমজ্ঞানের ক্রমানুযায়ী নিবৃত্তি হলে, তবেই মুক্তি বা অপবর্গ হয়। 'অপবর্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, যাবতীয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল অপবর্গ। বস্তুত অপ-পূর্ব্বক 'বৃজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'অপবর্গ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। জীবের সংসার বন্ধনের বর্জ্জন অর্থাৎ সংসারমূলক সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই এখনে অপ-পূর্ব্বক 'বৃজ'-ধাতুর অর্থ। এখন প্রশ্ন হল, এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ অপবর্গের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব ? মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে অপবর্গ লাভের উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতন্ডা-
> হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"।। [৩]

অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন ইত্যাদি ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরায় মুক্তির কারণ। মহর্ষি উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী ষোল প্রকার পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থটি হল প্রমেয়। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলা হয়। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ পদার্থই প্রমেয়। এইস্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রমা জ্ঞানের বিষয় প্রমেয় হলেও মহর্ষি গৌতম 'প্রকৃষ্ট মেয়' – এই বিশেষ পারিভাষিক অর্থে মোক্ষের হেতু যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় দ্বাদশ পদার্থকেই বিশেষ প্রমেয় রূপে অভিহিত করেছেন। এই বিশেষ প্রমেয়গুলি হল – আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল,

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

দুঃখ, অপবর্গ। এইপ্রসঙ্গে মহর্ষি ন্যায়সূত্রে বলেছেন – "আত্মা-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্"।।[৪] মহর্ষি গৌতম উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে পঞ্চম প্রমেয় হল বুদ্ধি। বুদ্ধি হল আত্মার এক বিশেষ গুণ। মহর্ষি ন্যায়সূত্রে বুদ্ধি-র লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্"।[৫] জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, প্রত্যয়, উপলব্ধি, চৈতন্য প্রভৃতি বুদ্ধিরই নামান্তর। তর্কভাষাকার আচার্য কেশব মিশ্র বুদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "অর্থপ্রকাশ বুদ্ধিঃ"[৬] অর্থাৎ অর্থ বিষয়ক প্রকাশ বা জ্ঞান হল বুদ্ধির স্বরূপ। বুদ্ধি হল সমস্ত ব্যবহারের হেতু, বুদ্ধি ছাড়া কোন ব্যবহারই হতে পারে না। এই বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারাই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, আহার, বিহার প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই সম্পন্ন হয়। বুদ্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহকার আচার্য অন্নংভট্ট বলেছেন, "সর্বব্যবহারহেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্"।[৭] অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারের হেতু যে গুণ তা বুদ্ধি। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, সর্ববিধ ব্যবহার বলতে গ্রহণ, বর্জন, উপেক্ষা, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যবহারই বোদ্ধব্য।

ন্যায়মতে, এই বুদ্ধি দুই প্রকার, যথা – নিত্যবুদ্ধি ও অনিত্যবুদ্ধি। ঈশ্বরের বুদ্ধি হল নিত্যবুদ্ধি কেননা ঐশী বুদ্ধির উৎপত্তি বিনাশ নেই। এই বুদ্ধি এক এবং সর্ববিষয়ক। বিশ্বের সবকিছুই এই বুদ্ধির বিষয়। অপরপক্ষে ঈশ্বরভিন্ন জীবের বুদ্ধি হল অনিত্যবুদ্ধি। ন্যায়মতানুসারে জীবাত্মার এই অনিত্যবুদ্ধি দ্বিবিধ যথা - অনুভব এবং স্মৃতি। নৈয়ায়িকগণ এই অনুভব কে আবার দুই ভাগে ভাগ করেন, তা হল – যথার্থ অনুভব বা প্রমা এবং অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। এইস্থলে একটি বিষয়ের স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন যে – বৈশেষিক দর্শনে অযথার্থ অনুভব আলোচনা প্রসঙ্গে 'অপ্রমা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়নি, অপ্রমার পরিবর্তে 'অবিদ্যা' শব্দটিই প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে প্রশস্তপাদভাষ্যে বুদ্ধি-কে 'বিদ্যা' এবং 'অবিদ্যা' ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে (৯/২/১১) এই অবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তদ্ দুষ্টজ্ঞানম্"[৮] অর্থাৎ দুষ্ট বা দোষদুষ্ট জ্ঞান অবিদ্যা এবং 'অদুষ্ট বিদ্যা' অর্থাৎ দোষরহিত জ্ঞানই বিদ্যা। ব্যোমবতীকার ব্যোমশিবাচার্যের মতে দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি ভেদে অবাধিত অধ্যবসায়াত্মক জ্ঞান হল বিদ্যা। আর এইরূপ জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান হল অবিদ্যা। ব্যোমবতিতে তিনি এইপ্রসঙ্গে বলেছেন, "বিদ্যা হি দেশকালাবস্থাদিভেদেনাবাধ্যমানোঽধ্যবসায়ঃ। তদ্বিপরীতার্থা চাবিদ্যেতি"।[৯] আবার আচার্য শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে বলেছেন, "নিঃসন্দিগ্ধাবাধিতাধ্যবসায়াত্মিকা প্রতীতির্বিদ্যা, তদ্বিপরীতা চাবিদ্যেতি"।[১০] অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ, অবাধিত ও অধ্যবসায়াত্মক জ্ঞানই বিদ্যা, আর এরূপ জ্ঞানের বিপরীত হল অবিদ্যা।

এই নিবন্ধে মূলত ন্যায় বৈশেষিক দর্শন অনুসারে সংশয় তথা অন্যান্য অপ্রমার স্বরূপ ও তাদের ভেদ বিষয়ে আলোকপাত পূর্বক সংশয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করা হবে। আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে প্রমা বা যথার্থ অনুভব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, যে বিষয়টি যে ধর্ম বিশিষ্ট, অনুভব যদি বিষয়টিকে সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে,

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

তাহলে সেই অনুভবটি হবে যথার্থ অনুভব। যথার্থ শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে, তাহল – যথা এবং অর্থ। অর্থ শব্দের দ্বারা বিষয় বিবক্ষিত। বিষয়টি যেমন অনুভব যদি তেমন হয়, তাহলে অনুভবটি যথার্থ হবে। সাধারণত 'যথা' শব্দের দ্বারা সাদৃশ্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এইস্থলে এই সাদৃশ্যরূপ অর্থ গ্রহণ করলে চলবে না। কারণ যদি 'যথা' শব্দের সাদৃশ্য অর্থ করা হয় তাহলে প্রশ্ন হবে – অনুভবের ও তার বিষয়ের সাদৃশ্য কিরূপ ? এবং উভয়ের এই সাদৃশ্য সর্বথা অর্থাৎ সর্বাংশে সাদৃশ্য নাকি কিঞ্চিদ্ ? প্রশ্নোক্ত এই দুটি বিকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'যথা' শব্দের অর্থ যদি অনুভবের কিঞ্চিদ্ বিষয়সাদৃশ্য হয় তাহলে অযথার্থ অনুভবকেও যথার্থ বলতে হবে। কেননা অযথার্থ অনুভবেও কিঞ্চিত বিষয়সাদৃশ্যতা থাকে। আর অপরপক্ষে যদি 'যথা' শব্দের 'সর্বথা সাদৃশ্য' অর্থ গৃহীত হয় তাহলে কোন অনুভবই যথার্থ হবে না। এইকারণেই 'যথা' শব্দের সাদৃশ্যরূপ সাধারণ অর্থ এইস্থলে গ্রাহ্য নয়। সুতরাং এইস্থলে 'যথা' শব্দের পারিভাষিক অর্থই গ্রাহ্য। এবং 'যথা' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেই নব্যনৈয়ায়িক আচার্য অন্নংভট্ট এইপ্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে বলেছেন - "তদ্ বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ, যথা অয়ং ঘটঃ ইতি জ্ঞানম্।।"।[১১] অর্থাৎ যে অনুভব তৎবতি তৎপ্রকারক তাই যথার্থ অনুভব বা প্রমা। প্রমার এই লক্ষণস্থিত 'তৎ' শব্দের অর্থ প্রকার এবং 'তৎবৎ' শব্দের অর্থ হল 'যাতে ঐ প্রকার আছে'। যেমন, ঘটজ্ঞানস্থলে ঘটত্ব প্রকার হয় এবং প্রকারতাবান্ ঘটত্বের অধিকরণ হয় ঘট। ঘটজ্ঞানে ঘট হল বিশেষ্য। সুতরাং যে অনুভবে ঘট বিশেষ্য এবং ঘটত্ব প্রকার হয়, সেই ঘটানুভব হয় যথার্থ। প্রমার আলোচনায় একটি বিষয় অবশ্য লক্ষণীয় যে, ন্যায়বৈশেষিকগণ যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা না বলে যথার্থ অনুভবকেই প্রমা বলেছেন এবং সেই বিচারে স্মৃতি প্রমা নয়, কারণ স্মৃতি অনুভব নয়। প্রমাণের ব্যাপারের পরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে অনুভব বলে, কিন্তু স্মৃতির উৎপত্তিতে কোনো প্রমাণের ব্যাপার অপেক্ষিত হয় না। পূর্বে উপলব্ধ কোন বিষয়ের সংস্কার বর্তমানে উদ্ভুত হলে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এইজন্যই স্মৃতি অনুভব হতে ভিন্ন। এই বিচারেই ন্যায় বৈশেষিক মতে স্মৃতি প্রমা নয়। ন্যায় বৈশেষিকগণ যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলাতে, অনুভব শব্দের দ্বারাই স্মৃতির প্রমাত্ব অস্বীকৃত হয়ে যায়।

এবার মূল আলোচনা অপ্রমা প্রসঙ্গে আসা যাক। অপ্রমা প্রসঙ্গে বলা যায়, যে পদার্থটি যে ধর্ম বিশিষ্ট নয়, অনুভব যদি পদার্থটিকে সেই ধর্ম বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করে তাহলে অনুভবটি হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। নব্য নৈয়ায়িক আচার্য অন্নংভট্ট অপ্রমার লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে বলেছেন, "তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ"।[১২] উক্ত লক্ষণে 'তৎ' পদের দ্বারা প্রকারতা বিশিষ্ট ধর্ম বা প্রকারকে বুঝতে হবে। যেখানে প্রকারতা বিশিষ্ট ধর্মটি থাকে না, সেখানে যদি 'তৎ প্রকারক অনুভব' হয় তাহলে তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঈষৎ অন্ধকারাবৃত্ত স্থানে পতিত রজ্জুর সঙ্গে চক্ষুর সন্নিকর্ষ হওয়ায় অনুভব হল – 'অয়ং সর্পঃ'। এই অনুভবটি অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। কেননা এই অনুভব স্থলে বিশেষ্য হল সন্মুখস্থিত বস্তু (যা আসলে রজ্জু) ও বিশেষণ বা প্রকার হল সর্পত্ব। বস্তুতপক্ষে রজ্জু রজ্জুত্ব ধর্মবিশিষ্ট, তা সর্পত্ব ধর্মবিশিষ্ট নয়। অথচ

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অনুভবটি রজ্জুকে সর্পত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশ করছে। এই প্রকার অনুভবই অপ্রমা। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে অপ্রমা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তচ্ছুন্যে তন্মতির্যাস্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।[১৩] অর্থাৎ যে বস্তু প্রকৃতপক্ষে যেখানে নেই, সেখানে সেই অবিদ্যমান বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জ্ঞানই অপ্রমা। অপ্রমার বিভাগ প্রসঙ্গে সকল ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ একমত পোষন করেন না। মহর্ষি গৌতম অপ্রমার বিভাগ প্রসঙ্গে ছয় প্রমার অপ্রমার উল্লেখ করেছেন, তা হল – মিথ্যাজ্ঞান, সংশয়, স্মৃতি, সংকল্প, তর্ক, ও স্বপ্ন। আবার নব্য নৈয়ায়িক আচার্য অন্নংভট্ট অপ্রমার বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন, "অযথার্থস্ত্রিবিধঃ – সংশয়বিপর্য্যয়তর্কভেদাৎ"।[১৪] অর্থাৎ অপ্রমা তাঁর মতে তিন প্রকার – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। আচার্য বিশ্বনাথের মতে অপ্রমা-জ্ঞান প্রধানত দুই প্রকার, যথা – ভ্রম ও সংশয়। অপরদিকে অবিদ্যার বিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেন, "তত্রাবিদ্যা চতুর্বিধা – সংশয়বিপর্যয়ানধ্যবসায়স্বপ্নলক্ষণা"।[১৫] অর্থাৎ অবিদ্যা চতুর্বিধ – সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন। বৈশেষিকসূত্রকার মহর্ষি কণাদ অযথার্থ অনুভবকে কেবল অবিদ্যা বা দুষ্টজ্ঞান শব্দের দ্বারা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, তিনি এই অবিদ্যার কোন বিশেষ বিভাগের উল্লেখ করেননি। কিন্তু কণাদ সূত্রের ব্যাখ্যাকার আচার্য শঙ্কর মিশ্র কণাদোক্ত অবিদ্যা শব্দের দ্বারা সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন এই চারটিকেই বুঝতে নির্দেশ করেছেন। প্রশস্তপাদাচার্য সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন – এই চতুর্বিধ অবিদ্যার উল্লেখ করায় তাঁর বিরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহ নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যানভূত ন্যায়কন্দলী, ব্যোমবতী, কিরণাবলী ইত্যাদি গ্রন্থেও সংশয়াদি চতুর্বিধ অবিদ্যারই উল্লেখ আছে। সুতরাং সামগ্রিক ন্যায়দর্শন বিচারে অপ্রমা মূলত তিন প্রকার। যথা - সংশয়, বিপর্যয়, ও তর্ক। অপরপক্ষে সামগ্রিক বৈশেষিক দর্শন বিচারে অপ্রমা মূলত চার প্রকার। যথা - সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন। এবার অপ্রমার এইসকল বিভাগের বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে সংশয়-রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত অন্যান্য অযথার্থ অনুভবের প্রভেদ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

সংশয়

সংশয়, প্রাচীন ন্যায় স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের অন্যতম। তত্ত্বজিজ্ঞাসার জনকস্বরূপ সংশয় বৈশেষিক দর্শনেও পদার্থরূপেই স্বীকৃত হয়েছে। 'সংশয়' নামক পদার্থটি বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের মধ্যে 'জ্ঞান' নামক গুণবিশেষের প্রকারস্বরূপ। সংশয় - ন্যায়ের পূর্বাঙ্গ। পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ধর্মবিশিষ্ট হেতুর প্রতিপাদক প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যসমূহ হল ন্যায়। যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত তাতে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, আবার যা একেবারে নির্ণীত তাতেও ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। বরং যা সামান্যতঃ জ্ঞাত কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত সেখানেই ন্যায়ের প্রবৃত্তি। বিষয়টি দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট হবে। পর্বতকে জানি কিন্তু তাতে বহ্নি আছে কিনা - তা জ্ঞাত নয়। এইরকম সামান্যতঃ নির্ণীত কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত স্থলে, বিষয়টি

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

যেরূপে যা অনির্ণীত সেইরূপেই তাতে সংশয় হয়। এইভাবেই সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। সংশয় কেবল ন্যায়-প্রবৃত্তিরই কারণ নয়, বরং সংশয় সকল প্রকার পরীক্ষার পূর্বাঙ্গ। কারণ, পরীক্ষা মাত্রের পূর্বে অবশ্যই সংশয় থাকে। এই সংশয়কে অবলম্বন করেই বাদী ও প্রতিবাদী কোন বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন। পরীক্ষা মাত্রই যে সংশয় পূর্বক - তার স্পষ্ট নিদর্শন, মহর্ষি গৌতম উক্ত নির্ণয় সূত্রে পাওয়া যায়। নির্ণয় হল তত্ত্বের অবধারণ। নির্ণয় প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, সংশয় হওয়ার পরে বাদী ও প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন ও প্রতিপক্ষ খন্ডনের দ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তির যে তত্ত্বের অবধারণ - তা নির্ণয়। বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ পক্ষে নিশ্চয় থাকলেও মধ্যস্থগণের আলোচ্য বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হলে, সেই সংশয় নিবৃত্তির জন্য বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খন্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ, মধ্যস্থগণের একপক্ষের নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেই পক্ষের অনুমোদন করতে পারেন না। এইরূপস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খন্ডন করলে মধ্যস্থগণের যে একতরপক্ষের অবধারণ হয় তাই হল নির্ণয়। মহর্ষি গৌতম নির্ণয় নামক পদার্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"।।[১৬] অর্থাৎ সংশয়ের উপস্থাপন করে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষ খন্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ হল নির্ণয়। এই নির্ণয় সূত্রে "বিমৃশ্য" পদের অর্থ হল, 'মধ্যস্থগণের সংশয়ের পর'। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের মতে, এই নির্ণয়রূপ পরীক্ষা সংশয়পূর্বক।

প্রাচীন নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে সংশয় পদার্থ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি কেবল সংশয়ের লক্ষণই প্রদান করেননি, তার সঙ্গে সংশয়ের বিভিন্ন বিভাগেরও উল্লেখ করেছেন। সংশয় প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন, "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিপ্রতিপত্তেরূপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ"।। [১৭] মহর্ষির উক্ত এই সংশয়সুত্রে 'সংশয়' পদের দ্বারা সংশয়-লক্ষণের লক্ষ্যস্থল সূচিত হয়েছে। লক্ষণস্থিত 'বিমর্শঃ' পদের দ্বারা মহর্ষি সংশয়ের সামান্য লক্ষণ - কোন এক পদার্থে বিরূদ্ধ নানা পদার্থের যে জ্ঞান তা সংশয় – এটির প্রস্তাব করেছেন। কারণ, 'বি' পদের অর্থ বিরোধ এবং 'মৃশ' ধাতুর অর্থ জ্ঞান – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিমর্শ' পদের অর্থ 'বিরূদ্ধ পদার্থের জ্ঞান'। লক্ষণে 'বিশেষাপেক্ষঃ' পদের দ্বারা, বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি সংশয়ের প্রতিবন্ধক কিন্তু সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ সংশয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যক – এটিই সূচিত হয়েছে। এবং লক্ষণস্থিত 'সামানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ' ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত পদত্রয়ের দ্বারা মহর্ষি সংশয়ের পাঁচটি প্রকারের সূচনা করেছেন। মহর্ষির মতে, পাঁচপ্রকার বিশেষ কারণের জন্য সংশয় পাঁচপ্রকার। তাহল – সামান্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য সংশয়, উপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়। মহর্ষি উক্ত সংশয়ের স্পষ্টরূপে অনুধাবনের জন্য এই পাঁচপ্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

মহর্ষি উক্ত প্রথম প্রকার সংশয় হল – সামান্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান জন্য সংশয়। সামান্যধর্ম বলতে মহর্ষি সাধারন ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মহর্ষি কথিত এইপ্রকার সংশয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন - "স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিনাহৌ পশ্যম্... ইত্যাদি "[১৮] অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে কোন ব্যক্তির দূর থেকে পুরুষের মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কোন স্থাণুর (শাখাপল্লব শূণ্য বৃক্ষ) সঙ্গে অথবা ঐরূপ কোন পুরুষের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে, সেই ব্যক্তি যদি স্থাণুর অথবা পুরুষের বিশেষ ধর্ম দর্শন না করে, কিন্তু ঐ ধর্মীতে স্থাণু ও পুরুষের সামান্য ধর্ম বা সাধারন ধর্ম – আরোহ ও পরিণাহ অর্থাৎ দৈঘ্য ও বিস্তৃতি - দর্শন করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির সম্মুখীন ঐ ধর্মীতে 'এটি কি স্থাণু অথবা পুরুষ ?' - এইরূপ সংশয় জন্মায়। এইক্ষেত্রে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম আরোহ ও পরিণাহ – এর দর্শনই মহর্ষি কথিত এই প্রথম প্রকার সংশয়ের কারণ। এইস্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সম্মুখীন সেই ধর্মীতে 'স্থাণুত্ব' অথবা 'পুরুষত্ব' প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হয়ে গেলে তখন কিন্তু ঐ ব্যক্তির আর ঐরূপ সংশয় হতো না। কেননা, বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় সবসময় সংশয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। তবে বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় সংশয়ের প্রতিবন্ধক হলেও বিশেষ ধর্মের স্মরণ সংশয়ের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। তাই মহর্ষি সকল প্রকার সংশয়কে 'বিশেষাপেক্ষঃ' বলেছেন।

মহর্ষি কথিত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় হল – অসাধারণধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান জন্য সংশয়। অসাধারণধর্ম হল সেই ধর্ম যা কোন পদার্থকে তার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ থেকে পৃথক করে। যেমন, গন্ধবত্ত পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম, কেননা – এই ধর্মটি দ্রব্যত্বরূপে পৃথিবীকে তার সজাতীয় জলাদি দ্রব্য থেকে এবং বিজাতীয় গুণ ও কর্ম পদার্থ থেকে পৃথক করে। মহর্ষি এইরূপ অসাধারণধর্ম-কেই দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের কারণ বলেছেন। এইপ্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য। শব্দের অসাধারণধর্ম শব্দত্ব। এই শব্দত্ব ধর্মটি আত্মা ইত্যাদি কোন নিত্য পদার্থেও থাকে না আবার অনিত্য পদার্থ ঘট, পট ইত্যাদিতেও থাকে না, শব্দত্ব কেবল শব্দে থাকে। শব্দত্ব ধর্মটি নিত্যানিত্যব্যাবৃত্ত হয় বলে, শব্দত্বরূপ অসাধারণধর্মের জ্ঞান থেকে 'শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য' – এইরূপ সংশয় জন্মায়। এইপ্রকার সংশয়ই হল মহর্ষি কথিত দ্বিতীয় প্রকার সংশয়।

মহর্ষি সংশয় সূত্রে "বিপ্রতিপত্তেঃ" শব্দের দ্বারা তৃতীয় প্রকার সংশয়ের সূচনা করেছেন। "বিরূদ্ধা প্রতিপত্তিঃ" - এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের মুখ্য অর্থ হল বিরূদ্ধ নিশ্চয়। অর্থাৎ কোন একই পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর বিরূদ্ধ নানা পদার্থের নিশ্চয় হল বিপ্রতিপত্তি। যেমন, কোন বাদীপক্ষ এমন নিশ্চয় করেন যে – নিত্য আত্মা আছে, আবার অপর কোন বাদীপক্ষ এমন নিশ্চয় করেন যে – নিত্য আত্মা নেই। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর দুটি বিরূদ্ধধর্ম। বাদী ও প্রতিবাদীর এইরূপ বিরূদ্ধ নিশ্চায়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই হল বিপ্রতিপত্তি বাক্য। বিপ্রতিপত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

কেবল 'বিরূদ্ধ নিশ্চয়' অর্থে মহর্ষি তাঁর সংশয় সূত্রে "বিপ্রতিপত্তেঃ" শব্দের প্রয়োগ করেননি। বরং বাদী ও প্রতিবাদীর বিরূদ্ধ নিশ্চায়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই - মহর্ষি উক্ত "বিপ্রতিপত্তেঃ" শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন,

"সামানেঽধিকরণে ব্যাহতার্থৌ প্রবাদৌ বিপ্রতিপত্তিশব্দস্যার্থঃ"।। [১৯]

সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর বিরূদ্ধ নিশ্চায়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই হল বিপ্রতিপত্তি বাক্য। এবং এই বিপ্রতিপত্তি বাক্য-কেই মহর্ষি তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কারণ বলেছেন। যেমন, শব্দের নিত্যানিত্যত্ব-বিচারে, কোন বাদীপক্ষের সিদ্ধান্ত শব্দ নিত্য আবার অপর কোন বাদীপক্ষের সিদ্ধান্ত শব্দ নিত্য নয়। এই বাদী ও প্রতিবাদীর বিরূদ্ধ নিশ্চায়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত, 'শব্দো নিত্যো ন বা' - এইরূপ বাক্যই বিপ্রতিপত্তি বাক্য। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্য শ্রবণ করে মধ্যস্থের শব্দরূপ ধর্মীতে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ উভয় কোটিদ্বয়ের জ্ঞান হয় এবং তার ফলেই মধ্যস্থের - শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মায়। এইপ্রকার সংশয়ই হল মহর্ষি কথিত তৃতীয় প্রকার সংশয়।

মহর্ষি গৌতম উক্ত চতুর্থ প্রকার সংশয় হল - উপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়। ভাষ্যকার বাৎস্যয়নের মতে, সূত্রোক্ত উপলব্ধি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি এবং অব্যবস্থা শব্দের অর্থ নিয়মের অভাব অর্থাৎ অনিয়ম। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে, কেবল বিদ্যমান অর্থাৎ অস্তিত্বশীল পদার্থেরই উপলব্ধি হবে এবং অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হবে না – এমন কোন নিয়ম নেই। কেননা বিদ্যমান পদার্থের যেমন প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয় তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে অবিদ্যমান পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়ে থাকে। যদিও সেই প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক হয়ে থাকে কিন্তু তবুও সেইসময় ঐ অবিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়ে থাকে। যেমন, পুষ্করিণীতে বিদ্যমান জলের যেমন প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়, তেমনই আবার মরীচিকায় - যেখানে কখনই জল থাকে না সেখানেও ভ্রমবশত অবিদ্যমান জলের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়ে থাকে। সুতরাং 'বিদ্যমান পদার্থের ন্যায় ক্ষেত্র বিশেষে অবিদ্যমান পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়' – যে ব্যক্তি এইরূপ অব্যবস্থা বা অনিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন, সেইব্যক্তি যখন কোন স্থানে কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তখন যদি ঐ পদার্থের বিদ্যমানত্ব অথবা অবিদ্যমানত্ব যেকোন একটি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তখন ঐ ব্যক্তির সংশয় জন্মায় যে, 'আমি কি বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি করছি নাকি অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি করছি ?'। এইরূপ সংশয়ই মহর্ষি কথিত উপলব্ধির অব্যবস্থার জন্য চতুর্থ প্রকার সংশয়।

মহর্ষি গৌতম উক্ত পঞ্চম প্রকার সংশয় হল - অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, উপলব্ধি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি। সুতরাং অনুপলব্ধি শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধির অভাব বুঝতে হবে। অব্যবস্থা শব্দের অর্থ অনিয়ম। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে, কেবল অবিদ্যমান অর্থাৎ অনস্তিত্বশীল পদার্থেরই অনুপলব্ধি হবে এবং বিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হবে না – এমন কোন নিয়ম নেই। অর্থাৎ কোন পদার্থের অনুপলব্ধি হলে, যে অনুপলব্ধ পদার্থটি সেখানে নেই –

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

এমন কথা বলা যায় না। কেননা সব ক্ষেত্রেই যে, কেবল অবিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হয় তা নয়। বিদ্যমান পদার্থেরও ক্ষেত্র বিশেষে অনুপলব্ধি হয়ে থাকে। যেমন – মাটির নিচে বিদ্যমান অনেক পদার্থ, যেমন - জল, পাথর, বালি ইত্যাদি প্রত্যক্ষযোগ্য দৃশ্য দ্রব্য হলেও, মাটির নিচে থাকার কারণে সেগুলির অনুপলব্ধি হয়। কিন্তু এইরকম হলেও কখনই বলা যায় না যে - অনুপলব্ধ পাথর, জল, বালি ইত্যাদি মাটির নিচে বিদ্যমান নয়। সুতরাং 'অবিদ্যমান পদার্থের ন্যায় ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্যমান পদার্থেরও অনুপলব্ধি হয়' – যে ব্যক্তি এইরূপ অব্যবস্থা বা অনিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন, সেই ব্যক্তির যদি কোন স্থানে কোন পদার্থের অনুপলব্ধি হয় এবং যদি ঐ পদার্থের বিদ্যমানত্ব অথবা অবিদ্যমানত্ব যেকোন একটি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না ঘটে, তখন ঐ ব্যক্তির সংশয় জন্মায় যে - 'আমি কি অবিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি করছি নাকি বিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি করছি ?'। এইরূপ সংশয়ই মহর্ষি কথিত অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জন্য পঞ্চম প্রকার সংশয়।

প্রসঙ্গত এইস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যেভাবে মহর্ষি গৌতমের সংশয় লক্ষণসূত্র ব্যাখ্যা করে, সংশয়ের পাঁচটি কারণের নির্দেশ করেছেন - ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর তা স্বীকার করেন না। উদ্দ্যোতকরের মতে, সংশয় পাঁচ প্রকার নয় বরং সংশয় তিন প্রকার। তিনি উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা - কে পৃথক ভাবে কোন বিশেষ প্রকার সংশয়ের কারণ হিসাবে স্বীকার করে না। তাঁর মতে, উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা – মহর্ষি উক্ত সামান্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীরজ্ঞান জন্য, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীরজ্ঞান জন্য এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য - এই ত্রিবিধ সংশয়েরই সামান্য কারণ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর 'উপলব্ধির অব্যবস্থা' বলতে, একতর পক্ষের সাধক প্রমাণের অভাবকে বুঝিয়েছেন এবং 'অনুপলব্ধির অব্যবস্থা' বলতে বাধক প্রমাণের অভাবকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, এই একতর পক্ষের সাধক প্রমাণের অভাব ও বাধক প্রমাণের অভাব উভয়ই সংশয়ের সামান্য কারণ। কেননা, সংশয়ের একতর কোটির সাধক প্রমাণ অথবা বাধক প্রমাণ উপস্থিত হলে, সে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় না। তাই ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের মতে সংশয় কেবল তিন প্রকার, তাহল - সামান্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীরজ্ঞান জন্য সংশয়, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীরজ্ঞান জন্য সংশয় এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য সংশয়। কেবলমাত্র উদ্দ্যোতকরই নয়, আচার্য্য শঙ্কর মিশ্রও ভাষ্যকার বাৎসায়নের ব্যাখ্যাত সংশয়ের বিভাগকে অস্বীকার করেছেন। আচার্য্য শঙ্কর মিশ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

"তথা চ সংশয়ো ন ত্রিবিধো ন বা পঞ্চবিধঃ কিন্ত্বেকবিধ এব"।। [২০]

তাঁর মতে, সংশয় পাঁচ প্রকার নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং উদ্দ্যোতকর উভয় মতকে খন্ডন করে দেখিয়েছেন, সংশয় কেবল একটি কারণ দ্বারাই হয়। অচার্য্য শঙ্কর মিশ্রের যুক্তি হল, যদি কারণের ভেদ বশত সংশয়ের ভেদ স্বীকার করতে হয় তাহলে, যেখানে একটি কারণ থেকে সংশয় উৎপন্ন হয় সেখানে সংশয়ের অপর কারণ না থাকায়, ব্যতিরেক ব্যভিচার বশত ঐ

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সকল কারণের কারণতা অসম্ভব হয়ে পরে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন - সংশয় পাঁচ প্রকার নয়, সংশয় তিন প্রকার নয়, সংশয় কেবলমাত্র এক প্রকার।

সংশয়ের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে নব্যনৈয়ায়িক আচার্য অন্নংভট্ট বলেছেন, "একস্মিন ধর্মিণি বিরূদ্ধনানাধর্মবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং সংশয়ঃ"।[২১] অর্থাৎ একটি ধর্মীতে বিরূদ্ধ নানা ধর্ম প্রকারক জ্ঞান সংশয়। লক্ষণটির স্পষ্টীকরণের জন্য, 'ধর্মী' ও 'বিরূদ্ধধর্ম' বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। যে অধিকরণে বিরূদ্ধ ধর্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধর্মী বলে এবং একই সময়ে, একই পদার্থে, যে সকল ধর্ম থাকে না বা থাকতে পারে না সেই সকল ধর্মকে ঐ পদার্থের বিরূদ্ধ ধর্ম বলে। কোন পদার্থ একই সময় একাধিক বিরূদ্ধ ধর্মের আশ্রয় রূপে জ্ঞাত হলে, ঐ জ্ঞানকে সংশয় বলে। আচার্য অন্নংভট্ট সংশয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন – 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' অর্থাৎ এটি স্থাণু অথবা পুরুষ – এইরূপ জ্ঞান সংশয়। দূরস্থিত কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে বিশেষ ধর্মের দর্শন না হওয়ায় এবং সাধারন ধর্মের দর্শন হওয়ায় – 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এইরূপ জ্ঞান হয় - এই জ্ঞানই সংশয়। দূরবর্তী স্থানে একটিই বস্তু থাকায় ধর্মী একটি কিন্তু তাতে 'স্থাণুত্ব' ও 'পুরুষত্ব' – রূপ দুটি বিরূদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হচ্ছে। 'স্থাণুত্ব' ও 'পুরুষত্ব' - এই দুটি পরস্পর বিরূদ্ধ ধর্ম। কারণ, তারা কোন পদার্থে একই সময়ে একই সাথে থাকতে পারে না। কিন্তু তার সত্ত্বেও উক্ত উদাহরণস্থলে 'স্থাণুত্ব' ও 'পুরুষত্ব' এই দুটি পরস্পর বিরূদ্ধ ধর্ম একই দূরবর্তী ধর্মীতে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং ঐ পরস্পর বিরূদ্ধ ধর্মদ্বয় থেকেই 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ সংশয়ের ক্ষেত্রে যে বস্তুটি সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে অর্থাৎ যা সন্দিগ্ধ বস্তু, সেই বস্তুটির স্বরূপ প্রসঙ্গে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অন্যভাবে বলা যায়, সংশয়ে জ্ঞানের বিষয়টিকে অবাধিত বা যথাবস্থিত জ্ঞেয় বলা যায় না এবং সেই কারণ বশতই সংশয় প্রমাণ হতে পারে না। কারণ প্রমাণ হল, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় বা করণ, এবং প্রমা হল যথার্থ জ্ঞান যা সর্বতো ভাবে বিষয় অনুসারী। এখন দেখা যাক সংশয় ও বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

সংশয়ের সাথে বিপর্যয়ের প্রভেদ

ন্যায় বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত অযথার্থ অনুভের মধ্যে 'বিপর্যয়' হল একটি অন্যতম অযথার্থ অনুভব। আচার্য অন্নংভট্ট বিপর্যয়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "মিথ্যা জ্ঞানং বিপর্যয়"[২২] ; অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানকেই বিপর্যয় বলে। এই বিপর্যয়-রূপ অযথার্থ অনুভবের উদাহরণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকায় বলেছেন, 'শুক্তৌ ইদং রজতম্'। অর্থাৎ শুক্তিতে রজতের জ্ঞানই হল বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। যে ব্যক্তি পূর্বে রজত প্রত্যক্ষ করেছে এবং রজতের সংস্কারবদ্ধ হয়েছে, পরবর্তীকালে শুক্তির সঙ্গে ঐ ব্যক্তির চক্ষু সংযোগ হলে শুক্তির চাকচিক্যবশত, শুক্তির সঙ্গে রজতের সাদৃশ্য দর্শনের দ্বারা ঐ ব্যক্তির পূর্বসংস্কার উদ্ভূত হয় এবং ঐ উদ্ভূত সংস্কারের দ্বারা রজতের স্মরন হয়। বিপর্যয় হল মিথ্যাজ্ঞান। অন্নংভট্ট 'মিথ্যাজ্ঞান' শব্দটির অর্থ করেছেন, "তদভাববতি তৎপ্রকারক

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

নির্ণয়ঃ"[২৩]। এইস্থলে অন্নংভট্ট যে 'নির্ণয়' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তার অর্থ হল 'নিশ্চয়'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে (১/১/৪১) নির্ণয়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "বিমৃশশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"। এখানে সংশয়পূর্বক স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধের দ্বারা পদার্থের অবধারণকে নির্ণয় বলা হয়েছে। এইস্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মহর্ষি গৌতম যে অর্থে 'নির্ণয়' শব্দের প্রয়োগ করেছেন, আচার্য অন্নংভট্ট ঠিক সেই অর্থে 'নির্ণয়' শব্দের প্রয়োগ করেননি, বরং তিনি লৌকিক রীতিতেই 'নির্ণয়' শব্দের দ্বারা 'নিশ্চয়'-কেই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ অন্নংভট্টের মতে, তদভাববতি তৎপ্রকারক নিশ্চয়ই হল মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং বিপর্যয় হল, একটি বিশেষ্যে (যেমন শুক্তি) কোন প্রকার (যেমন রজতত্ব) বিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বিপর্যয়স্থলে বিশেষ্যে যে বিশেষণের জ্ঞান হয়, তা পরবর্তীকালে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হলেও সেই সময়ে ঐ জ্ঞানটি নিশ্চিতরূপেই হয়ে থাকে। যেমন, শুক্তিতে রজতের জ্ঞানস্থলে ঐ জ্ঞান মিথ্যা হলেও ঐ সময় কিন্তু শুক্তিতে রজতের নিশ্চয়ত্বই থাকে, যদিও পরবর্তীকালে তা মিথ্যাজ্ঞান হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। আর এই স্থলেই সংশয়ের সহিত বিপর্যয়ের প্রভেদ। বিপর্যয়কে নিশ্চয় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বলাতে 'বিপর্যয়' – 'সংশয়' থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। কারন, সংশয় অযথার্থ অনুভব কিন্তু তা অযথার্থ নিশ্চয় নয়। সংশয় স্থলে একটি ধর্মীতে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্মের আরোপ হয়। যেমন, 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা' - এইরূপ সংশয় স্থলে 'অয়ং' পদবাচ্য বস্তুতে স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব রূপ দুটি ধর্মের আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপর্যয় স্থলে ধর্মী বা বিশেষ্যে একটি ধর্ম বা বিশেষণের নিশ্চয় ঘটে। যেমন, "শুক্তৌ ইদং রজতম্" এই বিপর্যয়রূপ জ্ঞান স্থলে বিশেষ্য অর্থাৎ শুক্তিতে যে বিশেষণ প্রকাশ পাচ্ছে তা একটিমাত্র বিশেষণ, তাহল 'রজতত্ব'। যখন বিষয়ের প্রকৃতরূপ উন্মোচিত হয় তখন এই নিশ্চয়ের নাশ হয়।

সংশয়ের সাথে তর্কের প্রভেদ

সংশয়ের সাথে তর্কের প্রভেদ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাতে বলা যায় - ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত অন্যতম অযথার্থ অনুভব হল তর্ক। সুপ্রাচীনকাল থেকেই তর্ক শব্দটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র গ্রন্থে তর্কের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ"।[২৬] এইপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, যে পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়নি তার তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য, সেই তত্ত্বনিশ্চয়ের কারণ যে প্রমাণ তার উপপত্তি প্রযুক্ত সেই পদার্থের যে মানসজ্ঞান বিশেষ তা তর্ক। নব্য নৈয়ায়িক আচার্য অন্নংভট্টের মতে, তর্ক হল এক প্রকার আরোপাত্মক জ্ঞান। আরোপাত্মক জ্ঞান অযথার্থই হয়। অযথার্থ জ্ঞান আহার্য ও অনাহার্য ভেদে দুই প্রকার। যেখানে যথার্থ জ্ঞান আছে, সেখানে যদি ইচ্ছাপূর্বক আরোপ করা হয়, তাহলে তা আহার্য অযথার্থ জ্ঞান। যেমন, জলে ধূম ও বহ্নি উভয়ই নেই, এইরূপ যথার্থ জ্ঞান থাকলেও যদি ইচ্ছাপূর্বক আরোপ করে বলা হয়, 'যদি জলে ধূম থাকে তাহলে বহ্নি থাকুক', তাহলে তা হবে আহার্য জ্ঞান।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

তর্ক হল এইপ্রকার আহার্য অযথার্থ জ্ঞান। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে তর্কের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "ব্যাপ্যারোপেন ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ"।[২৫] অর্থাৎ যেখানে ব্যাপক পদার্থ থাকে না সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপের দ্বারা ব্যাপক পদার্থের আরোপরূপ আপত্তি-ই হল তর্ক। ব্যাপ্য পদার্থ থাকলে ব্যাপ্যক পদার্থ থাকবেই এবং ব্যাপ্যক পদার্থের অভাব থাকলে ব্যাপ্য পদার্থের অভাব থাকবেই। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং বহ্নি ধূমের ব্যাপ্যক। যেখানে ধূমও নেই, বহ্নিও নেই সেখানে ধূম আছে বললে যদি কেউ আপত্তি করে যে, বহ্নিও থাকুক – তাহলে এইরূপ আপত্তিকে তর্ক বলা হবে।

তর্ক প্রমাণের অনুগ্রাহক। কারণ, তর্ক প্রমাজনক প্রতিবন্ধক দূর করে প্রমাণের দ্বারা প্রমার উৎপত্তিতে সহায়ক হয়। অর্থাৎ তর্ক স্বয়ং অপ্রমাণ, কিন্তু তা প্রমাণের সহকারী জ্ঞান। তর্ক নির্ণয় থেকে ভিন্ন; কারণ, তর্ক পদার্থ একতর ধর্মের অনুজ্ঞাই করে, অবধারণ করে না, অর্থাৎ "এই পদার্থ এইরূপ" – এইভাবে নিশ্চয় করে না। এই তর্ক-কে বিপর্যয় বা সংশয়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। কারণ, মিথ্যাজ্ঞান কে বিপর্যয় বলে; কিন্তু তর্ক স্বয়ং অপ্রমাণ হলেও তা প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী জ্ঞান হওয়ায় তর্ক-কে বিপর্যয়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। তাছাড়াও বিপর্যয় – অনাহার্য অযথার্থ জ্ঞান, তাই আহার্য জ্ঞানরূপ 'তর্ক'-কে বিপর্যয়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। অপরপক্ষে 'তর্ক'-কে সংশয়রূপ জ্ঞানও বলা যায় না। কারণ, 'যদি পর্বত বহ্নিহীন হয় তাহলে অবশ্যই তা ধূমহীন হবে' – এইরূপ তর্কে নিশ্চিতভাবে ধূমহীনত্বরূপ একটিমাত্র কোটির জ্ঞান হয়, কিন্তু সংশয়রূপ জ্ঞানে পরস্পর বিরূদ্ধ কোটিদ্বয়ের জ্ঞান অনিবার্য হয়। তাই 'তর্ক'রূপ অযথার্থ জ্ঞান-কে 'সংশয়'-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এইবিচারে 'তর্ক' সংশয়রূপ জ্ঞান হতে ভিন্ন। এখন দেখা যাক সংশয় ও অনধ্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

সংশয়ের সাথে অনধ্যবসায়ের প্রভেদ

বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত চতুর্বিধ অবিদ্যার মধ্যে অনধ্যবসায় অন্যতম। 'অনধ্যবসায়' নামক অবিদ্যাত্মক জ্ঞান বৈশেষিক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করেনি। এমনকি মহর্ষি কণাদও তাঁর বৈশেষিক সূত্রে 'অনধ্যবসায়' নামক কোন জ্ঞানের উল্লেখ করেননি। কিন্তু আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁর 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থে এই 'অনধ্যবসায়' নামক অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, এবং পরে যে সকল ব্যাখ্যাকারগণ 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা নিজ নিজ গ্রন্থে অবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে এই অনধ্যবসায় নামক জ্ঞানের আলোচনা করেছেন। আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলী' নামক গ্রন্থে অনধ্যবসায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "অনুপলব্ধসপক্ষবিপক্ষসংস্পর্শস্য ধর্মস্য দর্শনাৎ বিশেষত উপলব্ধানুপলব্ধকোটিকং জ্ঞানমনধ্যবসায়ঃ"।[২৬] অর্থাৎ যে ধর্ম সপক্ষ ও বিপক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ বলে উপলব্ধ হয় না, সেরূপ ধর্মদর্শনবশতঃ যে বিশেষভাবে উপলব্ধ ও অনুপলব্ধ-কোটি বিষয়ক জ্ঞান, তা অনধ্যবসায়। সহজকরে বললে বলতে হয়, কোন পূর্ব জ্ঞাত বা পূর্বে অজ্ঞাত বিষয়ে অনাগ্রহবশতঃ "এটি কি জানি

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

কি ?" এইরূপ জ্ঞানই হল অনধ্যবসায়। অনধ্যবসায়রূপ জ্ঞানস্থলে জ্ঞানীয় বিষয়ের স্বরূপ নিশ্চয় না হওয়ায় অনধ্যবসায়াত্মক জ্ঞান একপ্রকার অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা জ্ঞাত বিষয়েই অনধ্যবসায় নামক অবিদ্যাত্মক জ্ঞান হয়ে থাকে। অনধ্যবসায়-রূপ জ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে গেলে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। ধরাযাক, কোন এক বাণপ্রস্তুতকারক বাণপ্রস্তুত করছেন, তিনি যখন নিজের কাজে ব্যস্ত তখন তার পাশের রাস্তা দিয়ে তাঁর দেশের রাজা, যাকে তিনি চেনেন, তিনি গমন করলেও ঐ ব্যক্তির অর্থাৎ বাণপ্রস্তুতকারকের "কে যেন অথবা কিছু একটা রাস্তা দিয়ে গেছে" এইরূপ অনবধারণাত্মক যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাই হল অনধ্যবসায়রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞান। বাণপ্রস্তুতকারক তার কাজে মনোনিবেশ করার জন্য অর্থাৎ প্রসিদ্ধ রাজারূপ জ্ঞানীয় বিষয়ের পরিবর্তে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করার জন্য অনাগ্রহবশতঃ ঐ বাণপ্রস্তুতকারকের রাজার অস্তিত্বের জ্ঞানের পরিবর্তে – "কিছু একটা রাস্তা দিয়ে গেছে" – এইরূপ অনবধারণাত্মক জ্ঞান হয়। এইরূপ জ্ঞানই হল 'অনধ্যবসায়'।

এই অনধ্যবসায়-রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানকে অনেক দর্শন সম্প্রদায়-ই 'সংশয়'-রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যেমন, নব্য বৈশেষিক আচার্য শিবাদিত্য মিশ্র 'অন্যধবসায়'-কে স্বতন্ত্র অবিদ্যারূপে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, অনধ্যবসায় নামক জ্ঞানস্থলে সংশয়ের মতো বিকল্পের স্ফুরন হয় বলে অনধ্যবসায়কে সংশয়ের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। তিনি 'সপ্তপদার্থী' নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "কিংসংজ্ঞকোঽয়মিত্যত্রাপি চূতঃ পনসো বেতি বিকল্পস্ফুরণাৎ অনধ্যবসায়োঽপি সংশয় এবেত্যর্থঃ"।[২৭] তাঁর মতে, যে ব্যক্তির পনস বা কাঁঠালবৃক্ষের জ্ঞান নেই সেই ব্যক্তি যখন প্রথম কাঁঠালগাছ দেখে, তখন তার "এটি কি আম নাকি কাঁঠালগাছ" এইরূপ বিকল্পের উল্লেখ পূর্বক জ্ঞান হয়। এইভাবে বিকল্পের উল্লেখ পূর্বক জ্ঞান হওয়ায় আচার্য শিবাদিত্য মিশ্রের মতে, অনধ্যবসায় প্রকৃতপক্ষে সংশয়। আচার্য শিবাদিত্য মিশ্র 'অনধ্যবসায়' ও 'সংশয়' কে অভিন্ন বলে স্বীকার করলেও সার্বিক ভাবে বৈশেষিক আচার্যগণের মতে, 'অনধ্যবসায়' ও 'সংশয়' অভিন্ন নয়। তাঁদের মতে, 'সংশয়'ও 'অনধ্যবসায়' এই উভয় জ্ঞান অনিশ্চায়াত্মক হলেও এই দুটি অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে। তাই এই দুটি জ্ঞানের মধ্যে একটিকে অপরটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়। বৈশেষিক মতে, 'অনধ্যবসায়' এবং 'সংশয়' এই দুটি জ্ঞানের মধ্যে কারণগত, বিষয়গত ও স্বরূপগত প্রভেদ বর্তমান।

সংশয়রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে উভয়কোটির অসাধারণ ধর্মের স্মরণ হয়ে থাকে। সংশয়ের ক্ষেত্রে ঐ স্মরণ আবশ্যক, ঐ স্মরণ থেকেই সংশয়ের পথ চলা শুরু হয়, কিন্তু এইরূপ স্মরণ অনধ্যবসায়ের জন্য আবশ্যক নয়। এছাড়াও অনধ্যবসায়রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে 'বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ' কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু সংশয়ের ক্ষেত্রে 'বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ' থাকে না,

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

বরং বিষয়ের প্রতি সংশয়কর্তার আগ্রহ-ই থাকে। তাই এই বিচারে সংশয় ও অনধ্যবসায়ের মধ্যে কারণগতভেদ স্পষ্ট।

সংশয় ও অনধ্যবসায়ের মধ্যে বিষয়গত ভেদও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। সংশয় নামক অবিদ্যাত্মক জ্ঞান সর্বদা প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে হয়ে থাকে। যেমন "অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা" এইরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে 'স্থাণু' এবং 'পুরুষ' এই দুটি বিষয়ই সংশয় কর্তার কাছে প্রসিদ্ধ, কিন্তু অনধ্যবসায়রূপ জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ বিষয়েও হয়ে থাকে। আচার্য প্রশস্তপাদ অপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ক অনধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে বলেছেন, যে দেশে পনস্ বৃক্ষ বা কাঁঠালগাছ জন্মায় না, সেই দেশের মানুষ 'পনস্ বা কাঁঠাল' এই বিশেষ নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। তাই এই প্রদেশে জন্মানো কোন ব্যক্তি অন্যকোন প্রদেশে (যেখানে কাঁঠালগাছ জন্মায়) যাওয়ায় পর সেখানে কাঁঠালগাছ দেখলে সেইব্যক্তির "এটি কি গাছ ?" এই আকারের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে যে অনধ্যবসায়, তা অপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ক অনধ্যবসায়। কারণ, এইজ্ঞানের বিষয়টি (কাঁঠালগাছ) অপ্রসিদ্ধ (অজ্ঞাত)। এই অপ্রসিদ্ধ বিষয়ের দর্শন থেকেই অনধ্যবসায়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে। সুতরাং অনধ্যবসায় জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ বিষয়েও হয়ে থাকে, কিন্তু সংশয় সর্বদা প্রসিদ্ধ বিষয়েই হয়ে থাকে। এইবিচারে অনধ্যবসায় ও সংশয়ের মধ্যে বিষয়গত ভেদ স্পষ্ট।

সংশয় ও অনধ্যবসায়ের মধ্যে বিষয়গত ভেদও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। অনধ্যবসায় প্রকৃতপক্ষে বিশেষ সংজ্ঞার উল্লেখরহিত জ্ঞানবিশেষ। কিন্তু সংশয়াত্মক জ্ঞানস্থলে বিশেষ সংজ্ঞার উল্লেখ থাকে। এইপ্রসঙ্গে ব্যোমশিবাচার্য বলেছেন – তস্য স্বরূপমাহ... কিং নামেতি জ্ঞানং বিশেষসংজ্ঞোল্লেখশূন্যমনধ্যবসায় ইতি।[২৮] সুতরাং অনধ্যবসায় ও সংশয়ের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ স্পষ্ট।

সংশয়ের সহিত স্বপ্নের প্রভেদ

সংশয়ের সাথে স্বপ্নের প্রভেদ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাতে বলা যায় - বৈশেষিক দর্শনে স্বপ্নজ্ঞান সংশয়াদি থেকে স্বতন্ত্র অবিদ্যারূপে স্বীকৃত হয়েছে। বৈশেষিক সূত্রের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের সপ্তম সূত্রে স্বপ্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – "তথা স্বপ্নঃ"।[২৯] স্মৃতির লক্ষণ আলোচনার অব্যবহিত পরবর্তী সূত্রে স্বপ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে 'তথা স্বপ্নঃ' – এই কথা বলা হয়েছে। 'তথা স্বপ্নঃ' এই পূর্বোক্ত সূত্রের অন্তর্গত 'তথা' পদটি পূর্বসূত্রস্থ স্মৃতির সমতুল - এরূপ অর্থের বোধক। স্মৃতি প্রসঙ্গে বৈশেষিক সূত্রে (৯/২/৬) বলা হয়েছে – "আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতি"। অর্থাৎ আত্মমন সংযোগবিশেষ এবং সংস্কারবশত স্মৃতির উৎপত্তি হয়। সুতরাং 'তথা স্বপ্নঃ' এই সূত্রের অর্থ হল – স্মৃতির মতো স্বপ্নও আত্ম-মন সংযোগবিশেষ এবং সংস্কারবশত উৎপন্ন হয়ে থাকে। আচার্য শঙ্কর মিশ্র স্বপ্ন প্রসঙ্গে বলেছেন – "উপরতেন্দ্রিয়গ্রামস্য প্রলীনমনস্কস্য ইন্দ্রিয়দ্বারেণ যদনুভবনং মানসম্, তৎ স্বপ্নজ্ঞানম্"।[৩০] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররহিত প্রলীনমনস্ক প্রাণীর

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ইন্দ্রিয়ব্যাপারবিশিষ্ট অবস্থার অনুরূপ যে মানস অনুভব, তাই স্বপ্নজ্ঞান। এইস্থলে 'প্রলীনমনস্ক' শব্দটির অর্থ পরিস্কার করা প্রয়োজন। 'প্রকর্ষেণ লীনং মনো যস্য' – এই বুৎপত্তি অনুসারে প্রকর্ষেণ অর্থাৎ পূর্ণরূপে কোনও বিষয়ে যে পুরুষের মন লীন থাকে, সেই পুরুষই 'প্রলীনমনস্ক' শব্দের অর্থ। ন্যায়কিরণাবলী গ্রন্থে স্বপ্নের প্রক্রিয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। এইপ্রসঙ্গে কিরণাবলীতে বলা হয়েছে, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যখন বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়, মন যখন বহির্রিন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসম্বন্ধ হয় তখন ব্যক্তির কেবল মনরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'আমি চোখের দ্বারা দেখছি', 'আমি ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করছি' ইত্যাদিরূপে অসৎ বিষয়ের প্রত্যক্ষকার (প্রত্যক্ষের মতো, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়) যে মানস জ্ঞান জন্মায় তাই হল স্বপ্ন-রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞান। স্বপ্ন-রূপ জ্ঞানে বাহ্য সমস্ত ইন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় থেকে সরে আসে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সম্পর্ক থাকে না।

স্বপ্ন-রূপ এই অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের সঙ্গে সংশয়-এর পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। সংশয় স্থলে আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয় কখনই বাহ্য বিষয় থেকে সরে আসে না বা আমাদের অন্তরীন্দ্রিয় মনও কখনই বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসম্বন্ধ হয় না। বরং যখন আমাদের সংশয় হয়, তখন আমাদের ইন্দ্রিয় স্বস্থানেই কার্যরত থাকে, কেবল কিছু ত্রুটির জন্য, যেমন - দূরত্ব, অন্ধকার, ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা ইত্যাদির জন্য, আমদের সংশয়ীভূত বিষয়ের স্পষ্টরূপে জ্ঞান হয় না। এই বিচারে সংশয়ের সহিত স্বপ্নের প্রভেদ স্পষ্ট।

সুতরাং সংশয় – বিপর্যয়, তর্ক, অনধ্যবসায়, স্বপ্ন এই চারটি অবিদ্যাত্মক জ্ঞান অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র অযথার্থ অনুভব। অন্য কোন প্রকার অযথার্থ অনুভবের মধ্যে এই সংশয়ের অন্তর্ভূক্তি সম্ভব নয়। এই সংশয় অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অযৌক্তিক আনুগত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার প্রেক্ষিতে, ব্যক্তিমানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংশয় কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবিলম্বে বিশ্বাসের অবস্থান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং প্রকৃত সত্যকে নির্ণয় করে। বস্তুতপক্ষে সংশয়ের বশবর্তী হয়েই ব্যক্তি, মিথ্যা বিশ্বাস তথা ভ্রান্ত তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বৈদিক যুগ শুরু থেকে ভগবান বুদ্ধ তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণের প্রত্যেকেই নিঃসংশয়ে কোন বিষয় স্বীকারের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এইস্থলে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সত্যের প্রাপ্তির জন্য যেকোন প্রকার অনুসন্ধানের পূর্বে সংশয়কে নেহাৎই একটি পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা উচিত - লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রূপে নয়। অর্থাৎ সংশয়ের পদ্ধতিগত মূল্য স্বীকৃত হলেও লক্ষ্যগত ভাবে তা মূল্যহীন। নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য, নিশ্চিতকে সম্ভাব্য থেকে তথা নিশ্চিতকে অনিশ্চিত থেকে ভিন্ন করে বোঝার জন্যই আলোচনা তথা অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক সূচকরূপে সংশয়কে গ্রহণ করা উচিত।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সূত্র নির্দেশিকা

১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *ন্যায়দর্শন.* ১ম খ . কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮. ন্যায়সূত্রভাষ্য ১/১/১. পৃ. ৬.

২. তদেব ন্যায়সূত্র ১/১/২. পৃ. ৬৩.

৩. তদেব. ন্যায়সূত্র ১/১/১. পৃ. ১৮-১৯.

৪. তদেব. ন্যায়সূত্র ১/১/৯. পৃ. ১৯৬.

৫. তদেব. ন্যায়সূত্র ১/১/১৫. পৃ. ২১৯.

৬. কর, গঙ্গাধর, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *শ্রীকেশবমিশ্রকৃত তর্কভাষা.* ২য় খন্ড. কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯. পৃ. ২৯৩.

৭. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *শ্রীঅন্নংভট্টকৃত তর্কসংগ্রহঃ*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩. পৃ. ২৬০.

৮. ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *বৈশেষিক দর্শনম্*, কলকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩. পৃ. ৪৬০.

৯. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ, সম্পাদিত. *ব্যোমশিবাচার্য্যকৃত ব্যোমবতী.* ২য় খণ্ড. বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪. পৃ. ১১৫.

১০. ঝা, দুর্গাধর, অনূদিত ও সম্পাদিত. *প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭. পৃ. ৪১৪.

১১. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *শ্রীঅন্নংভট্টকৃত তর্কসংগ্রহঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩. পৃ. ২৮২.

১২. তদেব. পৃ. ২৮৭.

১৩. রায়চৌধুরী, অনামিকা, অনূদিত ও সম্পাদিত. *শ্রীমৎ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২১. কারিকা ১২৭. পৃ. ৩২৪.

১৪. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *শ্রীঅন্নংভট্টকৃত তর্কসংগ্রহঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩. পৃ. ৫৬৯.

১৫. ঝা, দুর্গাধর, অনূদিত ও সম্পাদিত. *প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্.* বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭. পৃ. ৪১১.

১৬. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *ন্যায়দর্শন.* ১ম খ . কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮. ন্যায়সূত্র ১/১/৪১. পৃ. ৩৫৬.

১৭. তদেব. ন্যায়সূত্র ১/১/২৩. পৃ. ২৪৯.

১৮. তদেব. ন্যায়সূত্রভাষ্য ১/১/২৩. পৃ. ২৫২.

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

১৯. তদেব. ন্যায়সূত্রভাষ্য ২/১/৬. পৃ. ৩২.

২০. ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *বৈশেষিক দর্শনম্.* কলকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩. বৈশেষিক সূত্র উপস্কার টীকা ২/২/১৭. পৃ. ১৬৩.

২১. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *শ্রীঅন্নংভট্টকৃত তর্কসংগ্রহঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩. পৃ. ৫৬৯.

২২. তদেব. পৃ. ৫৬৯.

২৩. তদেব. পৃ. ৫৬৯.

২৪. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *ন্যায়দর্শন.* ১ম খণ্ড. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮. ন্যায়সূত্র ১/১/৪০. পৃ. ৩৪৩.

২৫. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *শ্রীঅন্নংভট্টকৃত তর্কসংগ্রহঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩. পৃ. ৫৬৯.

২৬. জেটলি, জীতেন্দ্র এস., সম্পাদিত. *উদয়নাচার্য্যকৃত কিরণাবলী.* বরোদা. ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৭১. পৃ. ১৭৮.

২৭. তর্কবাগীশ, অমরেন্দ্র মোহন, সম্পাদিত. *শ্রীশিবাদিত্যমিশ্রকৃত সপ্তপদার্থী.* কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিটিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৪. পৃ. ৩৩.

২৮. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ, সম্পাদিত. *ব্যোমশিবাচার্য্যকৃত ব্যোমবতী.* ২য় খণ্ড. বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪. পৃ. ১৩১.

২৯. ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত. *বৈশেষিক দর্শনম্,* কলকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩. বৈশেষিকসূত্র ৯/২/৭. পৃ. ৪৫৭.

৩০. তদেব. পৃ. ৪৫৮.

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore